দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 25 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

■ আস্থার সংকটে বিদেশমুখী উচ্চশিক্ষার শিক্ষার্থীরা

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মানোন্নয়ন জরুরি

শিক্ষার প্রতিটি পর্যায়ে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে বাংলাদেশ। শিক্ষায় নারী-পুরুষের সমতা অর্জনে বাংলাদেশ ছুঁয়েছে নতুন মাইলফলক। শিক্ষার এ অগ্রগতি বিশ্বসভায় দেশকে সম্মানের আসনে বসিয়েছে। এটি অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি, চাকরির অনিশ্চয়তা এবং গবেষণাহীন পাঠদানের কারণে আস্থাহীনতায় দেশের উচ্চশিক্ষা। ফলে শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণে বিদেশমুখী প্রবণতা বাড়ছে, যা দেশের শিক্ষাঙ্গনের জন্য কোনোভাবেই মঙ্গলজনক নয়।

আমাদের সময় সংবাদসূত্রে জানা গেছে, বৈশ্বিক মানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না দেশি উচ্চশিক্ষা। ফলে শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণে বিদেশমুখী হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিমেলায় ভর্তিচ্ছুদের সরব উপস্থিতি এবং তাদের প্রতিক্রিয়ায় এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দেশের বেশ কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষকের অভাব, অনেকের স্থায়ী ক্যাম্পাস নেই, নিয়মিত সিন্ডিকেট সভা ও একাডেমিক বডির বৈঠক হয় না এবং অবকাঠামো সমস্যা প্রকট। এ ছাড়া রয়েছে অস্বচ্ছ ভর্তি প্রক্রিয়া, পরীক্ষা পদ্ধতিতে অসঙ্গতি, প্রশ্নবিদ্ধ উত্তরপত্র মূল্যায়ন পদ্ধতি, ক্রেডিট ট্রান্সফারে বিড়ম্বনা, গবেষণার অনুপস্থিতি এবং যুগোপযোগী ও বাস্তবসম্মত কারিকুলামের অভাব। দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা খাতে কোনো বরাদ্দ নেই বা সেখানে কোনো গবেষণাই হয় না। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের মানে হচ্ছে জ্ঞানের চর্চা করা, নতুন জ্ঞানের ও তথ্যের আবিষ্কার। গবেষণা না করে জ্ঞানের চর্চা অসম্ভব। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যথেষ্ট টাকা থাকার পরও গবেষণায় ব্যয় না করাটা চরম দুঃখজনক।

মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা নিশ্চিত এবং বিরাজমান অরাজকতা দূরীকরণে যথাযথ সরকারি পদক্ষেপ জরুরি। আমাদের দেশের চাকরির সঙ্গে শিক্ষার ফারাক কমিয়ে আনতে হবে। বিদেশে লেখাপড়া করে আসার পর দেশে ভালো উদ্যোক্তা হওয়া কিংবা চাকরির সুযোগ থাকলে এবং দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ের হলে বিদেশ যাওয়ার প্রবণতা হ্রাস পাবে। এ জন্য উচ্চশিক্ষার শিক্ষার্থীদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি।